৪.৫ চুক্তিগঠন

৪(১) ধারা অনুযায়ী পণ্য বিক্রয় চুক্তি এমন একটি চুক্তি যেখানে বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে মূল্যের বিনিময়ে পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তরিত করে বা করতে সম্মত হয়। একজন আংশিক মালিক এবং অন্যের সঙ্গেও পণ্য বিক্রয় চুক্তি হতে পারে। পণ্য বিক্রয় চুক্তি শর্তসাপেক্ষ বা নিঃশর্ত হতে পারে।

বিক্রয় ও বিক্রয়ের সম্মতি ঃ পণ্য বিক্রয় চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের মালিকানা হস্তান্তরিত হলে তাকে বিক্রয় বলে। কিন্তু পণ্যের মালিকানা ভবিষ্যতে বা শর্তসাপেক্ষে হস্তান্তরের জন্য সম্মত হলে তাকে বিক্রয়ের সম্মতি বলা হয়।

সুতরাং পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর কখন ঘটছে তার উপরেই বিক্রয় বা বিক্রয়ের সম্মতি তা নির্ধারিত হবে। বিক্রয়ের সম্মতির ক্ষেত্রে, নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলে বা মালিকানা হস্তান্তরের শর্তাদি পূরণ হলে বিক্রয়ের সম্মতি বিক্রয়ে পরিণত হবে। বিক্রয় হল সম্পাদিত চুক্তি কিন্তু বিক্রয়ের সম্মতি একটি সম্পাদ্য চুক্তি।

৪.৫.১ পণ্য বিক্রয়ের চুক্তির অপরিহার্য উপাদানসমূহ

পণ্য বিক্রয় চুক্তিতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলিকে অপরিহার্য উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়।

১। **দুই পক্ষ ঃ** পণ্য বিক্রয় চুক্তিতে দুটি পৃথক পক্ষ থাকবে। একপক্ষ ক্রেতা এবং অপরপক্ষ বিক্রেতা হবে। ক্রেতা এবং বিক্রেতাকে অবশ্যই চুক্তি করার উপযুক্ত হতে হবে।

২। **পণ্য ঃ** পণ্য বিক্রয় চুক্তির মুখ্য বিষয় অস্থাবর পণ্য যেখানে বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার নিকট পণ্যের মালিকানা হস্তান্তরিত হয়।

৩। **মূল্য ঃ** পণ্য বিক্রয়ের চুক্তিতে অবশ্যই অর্থের বিনিময়ে পণ্য বিনিময়ের চুক্তি হতে হবে। পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের লেনদেন পণ্য বিক্রয় বলে বিবেচিত হবে না।

৪। **বৈধ চুক্তির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি ঃ** পণ্য বিক্রয় চুক্তিতে ভারতীয় চুক্তি আইনে বৈধ চুক্তির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি থাকতে হবে। যেমন প্রস্তাব ও স্বীকৃতি, স্বাধীন দায়, চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা, আইনগত প্রতিদান ও আইনগত উদ্দেশ্যসহ নয়টি উপাদান বিদ্যমান থাকা চাই।

৫। **পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তর ঃ** বিক্রেতার পণ্যে যে স্বত্ব রয়েছে, তা অবশ্যই ক্রেতাকে হস্তান্তর করতে হবে।

৪.৬ মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্ত

পণ্য বিক্রয়ের চুক্তিতে বিভিন্ন শর্তগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে—১। মুখ্য শর্ত এবং ২। গৌণ শর্ত

১। মুখ্য শর্ত [১২(২) ধারা] ঃ পণ্য বিক্রয়ের চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্যের পক্ষে একটি অপরিহার্য শর্ত, যা ভঙ্গ করলে চুক্তি প্রত্যাখান করার অধিকার জন্মায়।

২। গৌণ শত [১২(৩) ধারা] ঃ পণ্য বিক্রয় চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্যেণ পক্ষে একটি আনুষঙ্গিক শর্ত, যাহা ভঙ্গ করলে ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকার জন্মায় কিন্তু চুক্তি প্রত্যাখান করার বা পণ্য গ্রহণ না করার অধিকার জন্মায় না।

কোনো একটি পণ্য বিক্রয়ের চুক্তির শর্ত মুখ্য শর্ত কী গৌণ শর্ত তা প্রতিটি ক্ষেত্রে চুক্তি গঠনের উপর নির্ভর করে। চুক্তিতে গৌণ শর্ত বলে উল্লেখ থাকলেও ঐ শর্ত মুখ্য শর্ত বলে বিবেচিত হতে পারে। আদালত পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে স্থির করবেন যে কোন্ শর্ত মুখ্য হবে এবং কোন্ শর্ত গৌণ হবে। মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্তের মধ্যে পার্থক্য একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

রাম শ্যামের সঙ্গে একটি গাড়ি বিক্রয়ের চুক্তি করল এই মর্মে যে গাড়িটি এক লিটার ডিজেলে ৬০ কিমি. যেতে পারে। পরে দেখা গেল যে গাড়িটি এক লিটার ডিজেলে ৫০ কিমি. যায়। এই ক্ষেত্রে গৌণ শর্ত পালিত হয় নি বলে ধরা হবে। কিন্তু শ্যাম যদি রামকে বলে যে গাড়িটি এক লিটার ডিজেলে ৬০ কিমি. না গেলে সে গাড়িটি কিনবে না তবে রাম মূল শর্ত ভঙ্গের জন্য দায়ী হবে। প্রথম ক্ষেত্রে গৌণ শর্ত পালিত না হওয়ায় শ্যাম চুক্তি প্রত্যাখান করতে পারবে না। শুধু ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা করতে পারবে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মুখ্য শর্ত ভঙ্গ হওয়ায় শ্যাম চুক্তি বর্জন করতে পারবে এবং গাড়ি বিক্রেতাকে ফেরত দিয়ে বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য আদায় করতে পারবে।

৪.৬.১ মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্তের মধ্যে পার্থক্য

১। মুখ্য শর্ত চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্যেণ পক্ষে অপরিহার্য চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য পালন মুখ্য শর্তের পালনের উপর নির্ভর করবে। অন্যদিকে গৌণ শর্ত হল চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্যের আনুষঙ্গিক।

২। মুখ্য শর্ত ভঙ্গ হলে ক্রেতা চুক্তি বাতিল করে দিতে পারে। অন্যদিকে গৌণ শর্ত ভঙ্গ করলে ক্রেতা চুক্তি বাতিল করতে পারে না কিন্তু ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে।

৩। শর্ত মুখ্য হবে না গৌণ হবে তা চুক্তিভুখত পক্ষদ্বয়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। চুক্তিতে শর্ত গৌণ বলে উল্লিখিত হলেও মুখ্য বলে গণ্য হতে পারে।

৪। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ইচ্ছা করলে মুখ্য শর্ত ভঙ্গকে গৌণ শর্ত ভঙ্গ বলে গণ্য করতে পারে কিন্তু গৌণ শর্ত ভঙ্গ হলে একে মুখ্য শর্ত হিসাবে গণ্য করা যায় না এবং চুক্তিও বাতিল করতে পারে না।

■ **কোন কোন ক্ষেত্রে মুখ্য শর্তকে গৌণ শর্ত বলে ধরা হয়।**

১। শর্ত পরিহার ঃ— ক্রেতা মুখ্য শর্তের ভঙ্গকে গৌণ শর্তের ভঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করতে পারে, অর্থাৎ মুখ্য শর্তের ভঙ্গকে চুক্তি প্রত্যাখ্যানের কারণ হিসাবে গ্রহণ না করে ক্ষতিপূরণের মামলা করতে পারে। চুক্তি বর্জনের অধিকার ক্রেতার নিজের ইচ্ছাধীন। অবশ্য শর্ত পরিহার করে থাকলে পরে শর্ত পালন দাবি করিতে পারবে না।

২। ইচ্ছাকৃত পরিহার ঃ— চুক্তিতে যদি বিক্রেতার মুখ্য শর্ত পালনের প্রতিশ্রুতি থাকে এবং বিক্রেতা যদি ইহা পালন করতে না পারে তবে ক্রেতা ইচ্ছা করলে ঐ মুখ্য শর্তকে গৌণ শর্ত হিসাবে গণ্য করে চুক্তি বাতিল করার পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে।

৩। স্বয়ংক্রিয় পরিহার ঃ— ক্রেতা যদি পণ্য বা পণ্যের কিছু অংশ গ্রহণ করে থাকে তবে সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য শর্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিহার করা হয়। ক্রেতার তখন চুক্তি বাতিল করবার ক্ষমতা লোপ পায়।

যেক্ষেত্রে পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি বিচ্ছিন্ন করা যায় না এবং ক্রেতা সকল পণ্য বা উহার অংশবিশেষ গ্রহণ করেছে অথবা নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে সেক্ষেত্রে বিক্রেতা কর্তৃক কোনো মুখ্য শর্ত পূরণ না করলে উক্ত শর্ত গৌণ শর্তরূপে গণ্য হবে।

৪.৬.২ অনুক্ত শর্ত

চুক্তিতে অন্যরূপ কোন বিধান না থাকলে, ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইন অনুসারে নিম্নলিখিত শর্তগুলিকে অনুক্ত শর্ত বলে ধরা হয়ে থাকে।

১। পণ্যের মালিকানা ঃ ক) বিক্রয়ের চুক্তিতে বিক্রেতার পণ্য বিক্রয়ের অধিকার থাকে বলে ধরা হয়। পণ্য বিক্রয় করার সম্মতি বা অঙ্গীকারে ইহা অনুমানযোগ্য যে মালিকানা হস্তান্তরের সময় বিক্রেতার বিক্রয় করবার অধিকার থাকবে।

যেমন ঃ রাম শ্যামের নিকট একটি গাড়ি কিনে কিছুকাল ব্যবহার করার পর জানা গেল রাম শ্যাম গাড়ির প্রকৃত মালিক নয় অথবা তার বিক্রয় করার কোনো অধিকার নেই। সেক্ষেত্রে রাম প্রকৃত মালিককে গাড়িটি ফেরত দিতে বাধ্য হয়। এখানে রাম গাড়িটি ব্যবহার করা সত্ত্বেও তিনি তাহার ক্রয়মূল্য ফেরত পাবার অধিকারী।

খ) ট্রেড মার্ক ভঙ্গ করে পণ্য বিক্রয় করে থাকলে বিক্রেতা মালিকানা সম্বন্ধে মুখ্য শর্ত করেছে ধরা হবে।

২। বর্ণনা দ্বারা বিক্রয় ঃ যেক্ষেত্রে বর্ণনার দ্বারা পণ্য বিক্রয় করা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে পণ্যটি বর্ণনার সঙ্গে মিলবে।

উদাহরণ ঃ মারুতি ৪০০ কার হিসাবে একটি গাড়ি বিক্রয় করা হয়। পরে দেখা যায় গাড়িটি বর্ণিত গাড়ি নয়। ক্রেতা গাড়ি ফেরত দিয়ে পারে।

৩। নমুনা দ্বারা বিক্রয় ঃ নমুনা দ্বারা বিক্রয়ে নিম্নলিখিত অনুক্ত শর্ত থাকে ঃ—

ক) পণ্য সমষ্টির উৎকর্ষ নমুনার মতো হবে।

খ) নমুনার সঙ্গে পণ্য মিলিয়ে দেখবার যুক্তিসম্মত সুযোগ ক্রেতাকে দিতে হবে।

গ) পণ্যে এরূপ কোনো ত্রুটি থাকবেনা, যা দ্বারা উহা বাণিজ্যোপযোগী না হয় এবং যা নমুনার যুক্তিসম্মত পরীক্ষা দ্বারা ধরা পড়বে না কিন্তু যদি পণ্যে এমন দোষ থাকে যা নমুনার যুক্তিসম্মত পরীক্ষা দ্বারা ধরা যায় কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি পণ্য পরিদর্শনের সময় বা নমুনা পরীক্ষার সময় এরূপ ত্রুটি আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হয় তার জন্য সে চুক্তি প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না, এক্ষেত্রে সকল দায় ক্রেতার।

৪। পণ্যের উৎকর্ষ বা কার্যোপযোগিতা ঃ ১৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, পণ্য বিক্রয় আইনে বা অন্য কোনও আইনে কোথাও অন্যরূপ উল্লেখ না থাকলে পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি অনুসারে যে পণ্য বিক্রি করা হয় তাতে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে জন্যে উৎকর্ষ বা উপযোগিতা সম্পর্কে কোনো শর্ত থাকে না। এই পণ্য সম্পর্কে যাবতীয় ঝুঁকি ক্রেতাকে বহন করিতে হয়। ইহাই ''ক্রেতা সাবধান নীতি'' কিন্তু নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে।

ক) যেক্ষেত্রে ক্রেতা যে উদ্দেশ্যে পণ্য প্রয়োজন তা বিক্রেতাকে জানায় যাতে দেখা যায় যে, ক্রেতা বিক্রেতার বুদ্ধিমত্তা বা বিচারশক্তির উপর নির্ভর করেছিল এবং পণ্যের এমন বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা দ্বারা এরূপ পণ্য সরবরাহ করা বিক্রেতার কর্তব্য সেক্ষেত্রে উক্ত উদ্দেশ্যের জন্য পণ্যটি যুক্তিসঙ্গতভাবে উপযুক্ত হওয়া একটি মুখ্য শর্ত।

খ) যেক্ষেত্রে বর্ণনা দ্বারা পণ্য বিক্রয় করা হয় এবং বিক্রেতা ঐ বর্ণনারূপ পণ্যের ব্যবসা করে সেক্ষেত্রে এরূপ মুখ্য শর্ত থাকে যে, ঐ পণ্য বাণিজ্যোপযোগী গুণসম্পন্ন হবে। অবশ্য ক্রেতা যদি পণ্যটি পরীক্ষা করে নেয় সেক্ষেত্রে ঐরূপ পরীক্ষা দ্বারা যে সকল ত্রুটি বার করা যায়, এরূপ ত্রুটির জন্য কোনো অনুক্ত শর্ত থাকবে না।

৪.৭ স্বত্ব হস্তান্তর

ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের ১৮-২৫ ধারাসমূহের পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তর সম্পর্কীয় বিধানসমূহ নীচে উল্লেখ করা হল।

১। অনির্ধারিত পণ্য ঃ অনির্দিষ্ট বা অনির্ধারিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্য যতক্ষণ পর্যন্ত নির্ধারিত না হয় ততক্ষণ পণ্যের মালিকানা হস্তান্তরিত হবে না।

২। নির্দিষ্ট পণ্য ঃ নির্দিষ্ট বা নির্ণীত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের ইচ্ছামত সময়ে পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে পক্ষগণের ইচ্ছা নির্ণয় করবার জন্য চুক্তির শর্তাবলী, পক্ষগণের আচরণ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করতে হবে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের ভিন্ন প্রকারের ইচ্ছা না থাকলে হস্তান্তরের সময় সম্পর্কে ২০ থেকে ২৪ নং ধারায় বর্ণিত বিধানগুলি প্রয়োগ করে ঐ সম্পর্কে তাদের ইচ্ছা নির্ণয় করতে হবে। ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের ২০ হইতে ২৪ নং ধারার বিধানসমূহ নীচে প্রদত্ত হল।

ক) নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যটি যদি অর্পণযোগ্য অবস্থায় থাকে তা হলে চুক্তি সম্পাদনের সময় পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়। এইক্ষেত্রে মূল্য প্রদানের বা পণ্য অর্পনের সময় অথবা উভয়ই স্থগিত রাখা

হয়েছে কিনা তা পণ্যের হস্তান্তর সম্পর্কে অবান্তর (২০ ধারা)।

ক, খ কে তাহার বাড়িটি দুই মাসের জন্য ধারে বিক্রয় করিতে রাজি হয়ে প্রস্তাব দিল। খ এই প্রস্তাব গ্রহণ করল। চুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির স্বত্ব খ এর নিকট হস্তান্তরিত হল।

খ) নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি হলে এবং অর্পণযোগ্য অবস্থায় আনতে বিক্রেতাকে কোনো কিছু করতে হলে বিক্রেতা তা না করা পর্যন্ত এবং উহা করা হলে ক্রেতা নোটিশ না পাওয়া পর্যন্ত স্বত্ব হস্তান্তরিত হয় না। (২১ ধারা)

গ) পণ্য অর্পণযোগ্য অবস্থায় থাকলেও পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে, পণ্যের ওজন, মাপ, পরীক্ষা অথবা অন্য কোনো কার্য করতে বিক্রেতা যদি বাধ্য থাকেন, তা হলে ঐ সকল কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এবং উহা যে সম্পন্ন করা হয়েছে সেই সম্পর্কে ক্রেতাকে নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয় না। (২২ ধারা)

ঘ) অনুমোদন সাপেক্ষে বা বিক্রয় বা ফেরত সাপেক্ষে যখন কোনো পণ্য অর্পণ করা হয়ে থাকে তখন নিম্নরূপে পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয়।

i) যখন ক্রেতা তার অনুমোদন বা স্বীকৃতি বিক্রেতাকে জানায় বা লেনদেনটিকে স্বীকার করে কোনো কাজ করে।

ii) যখন ক্রেতা তার অনুমোদন বা স্বীকৃতি বিক্রেতাকে না জানায় অথচ অস্বীকৃতির নোটিশ না দিয়া পণ্য রেখে দেয়। তা হলে পণ্য ফেরতের সময় নির্দিষ্ট থাকলে উক্ত সময় উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং যদি ঐরূপ কোন সময় নির্দিষ্ট না থাকে, তা হলে, যুক্তি সঙ্গত সময় উত্তীর্ণ হবার পর।

বিলি ব্যবস্থার অধিকার সংরক্ষণ ঃ অনেক ক্ষেত্রে বিক্রেতা চুক্তি উল্লিখিত উদ্দেশ্য প্রয়োগের শর্ত দ্বারা অথবা অন্য কোনো শর্ত সাপেক্ষ পণ্যের বিলি ব্যবস্থার সংরক্ষণ করতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে পণ্যটি ক্রেতার নিকট অর্পণ করা হলেও অথবা ক্রেতার নিকট পণ্যটি পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে কোনো বাহক বা গচ্ছিত গ্রহীতার নিকট পণ্য অর্পণ করা হলেও বিক্রেতা কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী পূরণ না হলে পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হবে না।

যেমন ঃ চালানী রসিদ ও বাণিজ্যিক হুণ্ডি অনেক সময় ক্রেতার নিকট একত্রে এই শর্তে প্রেরণ করা হয় যে বাণিজ্যিক হুণ্ডিতে স্বীকৃত জ্ঞাপন না করলে বা উহার অর্থ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত চালানী রসিদটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হবে না। (২৫ ধারা)।

ঝুঁকি হস্তান্তর ঃ ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের ২৬নং ধারায় বলা হয়েছে যে বিপরীত মর্মে কোনো সম্মতি না থাকলে ক্রেতার নিকট পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রেতা ঐ পণ্যের ঝুঁকি বহন করে। কিন্তু ক্রেতার নিকট পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তরিত হলে ক্রেতাকে অর্পণ করা হউক বা না হউক, ক্রেতা পণ্যের ঝুঁকি বহন করবে। ঝুঁকি স্বত্বের অনুগামী। স্বত্ব যার ঝুঁকি তার। কিন্তু নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়।

১। ক্রেতা বা বিক্রেতার দোষ পণ্য অর্পণে বিলম্ব হলে এবং উহার দরুন কোনো লোকসান হলে, যে পক্ষের দোষে ঐরূপ বিলম্ব ঘটেছে, সেই পক্ষ ঐ বিলম্বের ঝুঁকি বহন করবে।

২। ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের মধ্যে এইরূপ শর্তে সম্মত হতে পারে যে, স্বত্ব হস্তান্তরের সময় হতে

পৃথক কোনো সময়ে পণ্যের ঝুঁকি ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হবে।

৪.৭.১ মালিক নহে এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক মালিকানার হস্তান্তর

পণ্যেণ মালিকানা ও স্বত্ব হস্তান্তরের সাধারণ নিয়ম এই যে, শুধুমাত্র পণ্যেণ মালিকই পণ্য বিক্রয় করবার অধিকারী, অন্য কেউ নয়। যে ব্যক্তি পণ্যের মালিক নয়, সে যদি পণ্য বিক্রয় করে অথবা মালিক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার বলে তার সম্মতি না নিয়ে পণ্য বিক্রয় করে, তা হলে উক্ত পণ্যের ক্রেতা ঐ পণ্যের বিক্রেতা অপেক্ষা উন্নততর স্বত্ব লাভ করতে পারে না। একটি ল্যাটিন কথায় ইহা সুন্দরভাবে বলা হয়েছে—

'Nemo dat qui non nabet' ইহার অর্থ হল এই যে, "যার যা নাই সে তা দিতে পারে না" অর্থাৎ পণ্যের উপর বিক্রেতার যেরূপ স্বত্ব আছে সে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্বত্ব দিতে পারে না। এই নীতি স্থাবর অস্থাবর সকল শ্রেণীর সম্পত্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের ২৭ থেকে ৩০ নং ধরাসমূহে এ নীতির কতকগুলি ব্যতিক্রম উল্লিখিত হয়েছে। এই ব্যতিক্রমগুলি নিম্নে বর্ণিত হল।

১। স্বীয় আচরণের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতায় মালিকানা ঃ যেক্ষেত্রে পণ্যের প্রকৃত মালিক স্বীয় আচরণ বা কথাবার্তা দ্বারা ক্রেতার মনে এরূপ বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে, পণ্যের বিক্রেতাই উহার মালিক এরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ক্রেতা উক্ত দ্রব্য ক্রয় করে, সেক্ষেত্রে সে তার আচরণের দরুন পণ্য বিক্রেতার পণ্যে কোনো মালিকানা ছিল না, এরূপ অজুহাত তুলতে পারে না। (২৭ ধারা)।

উদাহরণ ঃ P তার নিজের একটি যন্ত্র Q এর নিকট রাখতে দেয়। R নামক এক ব্যক্তি Q এর বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি করে যন্ত্রটি ক্রোক করল। P বহুদিন যাবৎ ঐ যন্ত্রটির কোনো খোঁজ খবর নিল না। সে R এর উকিলের সঙ্গে ডিক্রিজারি সম্পর্কে কথাবার্তা বলল কিন্তু যন্ত্রে তার স্বত্ব সম্পর্কে কোনো উল্লেখ করল না। R ঐ যন্ত্রটি ডিক্রিজারি করে বিক্রি করল। আদালত রায় দিলেন যে P তার আচরণের ফলে আর এই অজুহাত তুলতে পারবে না যে ঐ যন্ত্রটি মালিক নহে।

২। বাণিজ্যিক প্রতিনিধির দ্বারা বিক্রয় ঃ মুখ্যব্যক্তির সম্মতিতে পণ্য অথবা পণ্যের স্বত্বের দলিল যদি বাণিজ্যিক প্রতিনিধির নিকট থাকে, তা হলে উক্ত পণ্য বিক্রয় করবার ক্ষমতা না পেলে বাণিজ্যিক প্রতিনিধি উহা বিক্রয় করলে ক্রেতা উক্ত পণ্যের বিক্রেতা অপেক্ষা পণ্যের উন্নততর মালিকানা লাভ করবে যদি (ক) বিক্রেতা উহা ব্যবসায়ের সাধারণ কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসাবে বিক্রয় করে থাকে। (খ) পণ্যটি বিক্রয় করবার সময় পণ্য বিক্রেতার যে পণ্যটি বিক্রয় করবার অধিকার ছিল না তা না জেনে ক্রেতা যদি উহা সৎ বিশ্বাসে ক্রয় করে থাকে ।

৩। একজন যৌথ মালিক কর্তৃক বিক্রয় ঃ কোনো যৌথ মালিকানার পণ্য যদি যৌথ মালিকগণের সম্মতি অনুসারে উহাদের একজন যৌথ মালিকের একক দখলে থাকে, সেক্ষেত্রে ঐ যৌথ মালিকের কাছ থেকে কেউ যদি সদ্বিশ্বাসে উহা ক্রয় করে এবং যদি পণ্য বিক্রয়ের সময় বিক্রেতার বিক্রয়ের কোনো অধিকার ছিল না একথা তার জানা না থাকে, তা হলে পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হবে।

৪। বাতিলযোগ্য চুক্তির দ্বারা দখলদার ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রয় ঃ ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের ২৯ নং

ধারায় বলা হয়েছে যে ভারতীয় চুক্তি আইনের ১৯, ১৯(ক) নং ধারা অনুযায়ী যে সমস্ত চুক্তি বালিতযোগ্য বলে গণ্য হয় সেই সকল চুক্তিতে পণ্যের ক্রেতা পণ্যের দখল নিয়ে থাকলে এবং বিক্রয়ের সময় ঐ চুক্তি রদবদল না হলে থাকলে ক্রেতা সরল বিশ্বাসে এবং বিক্রেতার স্বত্ব ত্রুটিযুক্ত হিা না জেনে ক্রয় করিলে উক্ত পণ্যের নির্দায় স্বত্ব লাভ করবে।

৫। বিক্রয়ের পরেও পণ্যের দখলদার বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রয় ঃ ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের ৩০(১) ধারায় বলা হয়েছে যে কোনো ব্যক্তি যদি পণ্য বিক্রয়ের পরও পণ্য বা পণ্যটির মালিকানার দলিল নিজের কাছে রেখে দেয় এবং বিক্রেতা ঐ পণ্য বা উহার মালিকানার দলিল পুনরায় অপর কারও নিকট বিক্রয় করে দেয় সেক্ষেত্রে নূতন ক্রেতা পণ্য ক্রয়ের সময় বিক্রেতার মালিকানার ত্রুটি সম্পর্কে অবগত না হয়ে উহা সরল বিশ্বাসে ক্রয় করে।

৬। বিক্রয়ের পরে পণ্যের দখলদার ক্রেতা কর্তৃক বিক্রয় ঃ পণ্য বিক্রয় আইনের ৩০(২) ধারায় বলা হয়েছে যে যখন ক্রেতা কোনো পণ্য ক্রয় করে বিক্রেতার সম্পতিতে তার দখল পেয়েছে, কিংবা পণ্যের মালিকানার দলিল পেয়েছে, সেক্ষেত্রে ক্রেতা যদি ঐ পণ্য অন্য ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করে, তবে যে ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে আগের কোনো লেনদেনের ঘটনা না জেনে তা ক্রয় করে, পণ্যের প্রকৃত মালিকের ঐ পণ্যে কোনো স্বত্ব থাকলেও সে ঐ পণ্যে উত্তর মালিকানা স্বত্ব পাবে।

৭। অপরিশোধিত বিক্রেতা কর্তৃক পুনর্বিক্রয় ঃ যে ক্ষেত্রে বিক্রেতা তার পণ্যের মূল্য পায় নি সেক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি পণ্যে তার পূর্বস্বত্ব প্রয়োগ করে পণ্য পুনরায় বিক্রয় করে, তবে ক্রেতা আদি ক্রেতা থেকে উত্তম মালিকানা পাবে।

৮। প্রাপ্ত দখলদার কর্তৃক বিক্রয় ঃ প্রাপ্তবস্তুর দখলকার পণ্যের মালিক না হয়েও যদি প্রকৃত মালিককে খুঁজে না পায় কিংবা প্রাপ্তবস্তুর দখলকারকে পণ্যের জন্য যে টাকা খরচ হয়েছে, তা যদি না দিতে পারে অথবা যদি পণ্য নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়, তবে প্রাপ্তবস্তুর দখলকার তার হেফাজতে যে পণ্য থাকে তা প্রকৃত মালিক না হয়েও বিক্রয় করতে পারে।

৯। বন্ধক গ্রহীতা কর্তৃক পণ্য বিক্রয় ঃ বন্ধকদাতা যদি চুক্তি অনুসারে বন্ধকগ্রহীতার পাওনা মিটিয়ে দিতে না পারে, তবে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী পণ্য বিক্রয় করে ক্রেতাকে উত্তম মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারে।

৪.৮ পণ্য বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গের প্রতিকার

অপরিশোধিত বিক্রেতার অধিকার ঃ তাঁর অধিকার দুই রকমের (১) পণ্যের উপর এবং (২) ব্যক্তিগতভাবে ক্রেতার বিরুদ্ধে।

পণ্যের উপর অধিকার ঃ

১) বিক্রেতার পূর্বস্বত্ব ঃ পুর্বস্বত্ব (lien) বলতে কোনো ব্যক্তির দখলে অপর কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি থাকলে কোনো নির্দিষ্ট দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত দখলকারী ব্যক্তি কর্তৃক নিজ দখলে রাখবার অধিকারকে বোঝায়। মূল্য না পাওয়া পর্যন্ত পাওনাদার কর্তৃক পণ্য নিজ দখলে রাখার অধিকারকে অপরিশোধিত বিক্রেতার পূর্বস্বত্ব বলে। পণ্য বিক্রয় আইনের ৪৫-৪৬ ধারাসমূহে অপরিশোধিত বিক্রেতার পূর্বস্বত্ব সম্পর্কে বিস্তাতির উল্লেখ রয়েছে।

২) পরিবহনাধীন পণ্য আটকের অধিকার ঃ পণ্য বিক্রয় আইনের ৫০ ধারায় বলা হয়েছে যে, ক্রেতা দেউলিয়া হয়ে পড়লে, যে অপরিশোধিত বিক্রেতা পণ্যের দখল ত্যাগ করেছে এবং যখন ঐ পণ্য ক্রেতার অভিমুখে পরিবহনাধীন অবস্থায় রয়েছে, সে সময় তা আটক করার বা পুনরায় নিজ দখলে নেওয়ার ও যে পর্যন্ত না তার মুল্য সে পাচ্ছে সে পর্যন্ত তা নিজের কাছে রাখার অধিকার ঐ বিক্রেতার রয়েছে। ঐ অধিকার প্রয়োগ করতে হলে নিম্নলিখিত শর্ত পালিত হওয়া চাই ঃ ১) পণ্যের সম্পূর্ণ বা অংশ প্রদত্ত হয় নি; ২) পণ্য পরিবহনাধীন অবস্থায় রয়েছে; ৩) পণ্য বিক্রয় আইনের অন্য কোনো ধারায় বিক্রেতা কর্তৃক এই অধিকার প্রয়োগের পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় নি।

পণ্য পরিবহনাধীন আছে না ঐ অবস্থা শেষ হয়েছে তা নির্ধারণ করার জন্য ৫১ ধারায় নিয়মাবলী নির্দেশ করা হয়েছে।

৩। পুনর্বিক্রয়ের অধিকার ঃ নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে অপ্রদত্ত মূল্য বিক্রেতা তার দখলাধীন বিক্রীত পণ্য পুনর্বিক্রয়ের অধিকার ভোগ করে। (৫৪ ধারা)

ক) যে ক্ষেত্রে পণ্য পচনশীল প্রকৃতির।

খ) যে ক্ষেত্রে বিক্রেতা তার পূর্বোক্ত অধিকারদ্বয় প্রয়োগপূর্বক ক্রেতাকে নোটিশ দিয়ে ঐ পণ্য পুনর্বিক্রয়ের ইচ্ছা জানানো সত্ত্বেও, ক্রেতা তার পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে পণ্যের মূল্য প্রদান বা দাখিল করেন নি।

গ) যে ক্ষেত্রে ক্রেতা পণ্যের মূল্য প্রদানে সক্ষম হলে পণ্য পুনর্বিক্রয়ের অধিকার বিক্রেতা চুক্তির সাহায্যে সংরক্ষিত হয়েছে।

৪.৯ ব্যক্তিগতভাবে ক্রেতার বিরুদ্ধে অপরিশোধিত বিক্রেতার অধিকার

১) পণ্যের মূল্য আদায়ের জন্য মোকদ্দমা ঃ যে ক্ষেত্রে ক্রেতা পণ্যের মূল্য প্রদান করতে অস্বীকার করে, সেক্ষেত্রে অপরিশোধিত বিক্রেতা মূল্য আদায়ের জন্য ক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন।

২) ক্ষতিপূরণের মামলা ঃ যদি ক্রেতা মূল্যপ্রদানে অস্বীকার করে তবে অপরিশোধিত বিক্রেতা ক্রেতার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে।

৩) সুদ আদায়ের মামলা ঃ অনেক সময় পণ্য বিক্রয় চুক্তিতে এই মর্মে শর্ত থাকে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রেতা পণ্যেণ মূল্য প্রদান না করলে, ক্রেতা বিক্রেতাকে পণ্যেণ মূল্য বাবদ পাওনা টাকার উপর অতিরিক্ত সুদ দেবে।

৪.১০ নিলাম বিক্রয়

কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে পণ্যের মালিক তা তার প্রতিনিধি জনসাধারণের কাছে তার পণ্য নিলামে বিক্রয় করতে ইচ্ছুক হয়। এই ব্যাপারে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বেশি মূল্য দেওয়ার কথা প্রকাশ্যে

ঘোষণা করে, তার কাছে পণ্য বিক্রয় করা হয়। পণ্য বিক্রয় আইনের ৬৪ নং ধারায় নিলাম বিক্রয়ের নিয়মাবলীর নির্দেশ আছে।

৪.১১ সারাংশ

এই এককে পণ্য বিক্রয়সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে, এখানে বিভিন্ন ধরনের পন্য যেমন—ঘটনা সাপেক্ষ পণ্য, ভবিষ্যত পণ্য সম্পর্কে জেনেছেন, আবার বিভিন্ন শর্তের মধ্যে মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্ত আলোচনা করা হয়েছে। মুখ্য শর্ত হল অবশ্য পালনীয় শর্ত। মুখ্য শর্ত পালিত না হলে চুক্তি বাতিল হয়।

৪.১২ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। পণ্য কাকে বলে?

২। পণ্য কয় প্রকার ও কী কী?

৩। মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্তের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

৪। অপরিশোধিত বিক্রেতা বলতে কী বোঝেন?

৫। অপরিশোধিত ক্রেতার বিরুদ্ধে অপরিশোধিত বিক্রেতার অধিকারগুলি লিখুন।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। বিক্রয় চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় শর্তগুলি কী কী?

২। পণ্য বিক্রয় আইনে ক্রেতার অধিকারগুলি কী কী?

৩। পণ্য বিক্রেতার পণ্যের উপর যে স্বত্ব আছে তা অপেক্ষা উন্নততর স্বত্ব সে পণ্য ক্রেতাকে দিতে পারে না। ব্যতিক্রমগুলিসহ আলোচনা করুন।

৪। কিস্তিবন্দী বিক্রয় ও বিক্রয় চুক্তির মধ্যে পার্থক্যগুলি লিখুন।

৫। পণ্য বিক্রয় চুক্তি বলতে কী বোঝেন? পণ্য বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গের পরিণাম কী?

৪.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ - কলকাতা-২০০১

(২) Business Law–R. S. N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

(৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ৫ (ক) ❑অংশীদারী আইন, ১৯৩২—সংজ্ঞা, অংশীদারের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব

গঠন

৫(ক).০ উদ্দেশ্য
৫(ক).১ প্রস্তাবনা
৫(ক).২ অংশীদারী কারবার এবং কারবারের প্রকারভেদ
৫(ক).৩ অংশীদারী কারবারের নিবন্ধন
৫(ক).৪ অংশীদারের অধিকার ও কর্তব্য
৫(ক).৫. অংশীদারদের সম্পর্ক
- ৫(ক).৫.১ অংশীদারদের পারস্পরিক সম্পর্ক
- ৫(ক).৫.২ তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে অংশীদারদের সম্পর্ক
- ৫(ক).৫.৩ অংশীদারের নিকট বিজ্ঞপ্তি
- ৫(ক).৫.৪ অংশীদার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান
- ৫(ক).৫.৫ ব্যক্ত বা অনুক্ত ক্ষমতা
- ৫(ক).৫.৬ অংশীদারের কাজের জন্য প্রতিষ্ঠানের দায়
- ৫(ক).৫.৭ প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য অংশীদারের দায়

৫(ক).৬ সারাংশ
৫(ক).৭ অনুশীলনী
৫(ক).৮ গ্রন্থপঞ্জী

৫ (ক).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পরে আপনি বুঝতে পারবেন—

- অংশীদারী কারবার কী এবং কত প্রকারের?
- অংশীদারী কারবারে নিবন্ধনের ভূমিকা?
- অংশীদারী কী কী দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করা উচিত?
- অংশীদারদের নিজেদের মধ্যে এবং তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক।

৫ (ক).১ প্রস্তাবনা

বিভিন্ন ব্যবসায়ে একাধিক ব্যক্তি মিলিত হয়ে ব্যবসায় সংগঠন করতে পারেন। যে সকল ব্যবসায়ে অংশীদারগণ কোন সম্মতি দ্বারা অংশীদারী ব্যবসায় সংগঠন করেন, সেই সকল ব্যবসায়ের জন্য ১৯৩২ সালে ভারতীয় অংশীদারী আইন প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে ঐ আইনের সংবিধান বলে সমস্ত অংশীদারী কারবার প্রবর্তিত হয় এবং পরিচালিত হয়। এই আইনটি অবশ্য যৌথ হিন্দু পারিবারিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৫ (ক).২ অংশীদারী কারবার এবং কারবারের প্রকারভেদ

অংশীদারী কারবার হলো এমন একটা কারবার, যা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয়। সুতরাং, অংশীদারী কারবার সকল অংশীদার দ্বারা বা সকলের পক্ষ থেকে যেকোন একজন দ্বারাও পরিচালিত হতে পারে। ১৯৩২ সালের অংশীদারী আইন অনুসারে এটি গঠিত হয়। ভারতীয় অংশীদারী আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী অংশীদারীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ঃ **সকল ব্যক্তির দ্বারা বা সকলের পক্ষ থেকে যেকোন একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের লাভ বা মুনাফা নিজেদের মধ্যে ভাগ বা বণ্টন করার জন্য চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে তাকে অংশীদারী কারবার বলে।**

যে সকল ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে এইরকম সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে তাদের প্রত্যেককে 'অংশীদার' এবং তাদেরকে একসঙ্গে 'অংশীদারী প্রতিষ্ঠান' বলে। সুতরাং সহজেই অনুমান করতে পারছেন যে, এইরকম অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে :

১। প্রতিনিধিত্বের সম্পর্ক, ২। দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে চুক্তি,

৩। চলমান ব্যবসায়, ৪। লাভ অর্জনের উদ্দেশ্য।

অংশীদারী কারবারের প্রকারভেদ ঃ

নির্দিষ্ট অংশীদারী (Particular Partnership) [৮ ধারা]

কোন নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করার জন্য যে অংশীদারী গঠন করা হয় তাকে নির্দিষ্ট অংশীদারী বলা হয়। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, কাজটি শেষ হওয়ার পরে সাধারণত অংশীদারীর বিলুপ্তি ঘটে।

ঐচ্ছিক অংশীদারী (Partnership at will) [৭ ধারা]

যে অংশীদারী কারবার কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠন করা হয় না এবং দীর্ঘকাল ব্যবসায় করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে কারবার গঠিত হয় এবং যার বিলুপ্তির কোন আগাম পরিকল্পনা থাকে না তাকে ঐচ্ছিক অংশীদারী বলে।

সীমাবদ্ধ অংশীদারী (Limited Partnership) ঃ

যে অংশীদারী কারবারে একজন বাদে বাকি সকল অংশীদার সীমাবদ্ধ দায় বহন করেন সেই অংশীদারকে সীমাবদ্ধ অংশীদারী কারবার বলে। তবে সেইসঙ্গে একজন অংশীদারকে অসীম দায় (Unlimited Liability) বহন করতে হয়। কিন্তু ভারতে এইরকম অংশীদারীর কোন স্থান নেই। এখানে সকল অংশীদারকে অসীম দায় বহন করতে হয়।

৫ (ক).৩ অংশীদারী কারবারের নিবন্ধন

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি (ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে ১০ জনের অনধিক এবং অন্যান্য ব্যবসায়ে ২০ জনের অনধিক) মুনাফা বা লাভ অর্জনের জন্য নিজেদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অংশীদারী প্রতিষ্ঠান গঠন করতে পারেন। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, চূড়ান্ত বিশ্বাসই অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তি। অংশীদারী চুক্তি লিখিত

বা মৌখিক হতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে কোন বিরোধের মোকাবিলা করার জন্য এবং সেই সঙ্গে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্দেশ্যে অংশীদারী চুক্তিপত্র (Partnership Deed) লিখিত হওয়াই কাম্য। অংশীদারী চুক্তিপত্রে লাভ লোকসান বণ্টনের অনুপাত, অংশীদারদের কর্তব্য ও অধিকার, পুঁজির পরিমাণ, হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি, বিবাদের মীমাংসা পদ্ধতি ইত্যাদির উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়, যার ফলে ভবিষ্যতের যে কোন বিরোধের সহজেই নিষ্পত্তি করা যায়।

নিবন্ধ (Registration) ঃ অংশীদারী কারবারে নিবন্ধন বাধ্য বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে নিবন্ধন করা যায়, নাও করা যায়। অংশীদাররা ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিবন্ধন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে নির্দিষ্ট ফী (Fee) সহ অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধক (Registrar of Firms) এর নিকট নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে হয়।

আবেদন পত্রে কিছু বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন (১) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নাম; (২) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রধান বা মুখ্য কার্যস্থল; (৩) অন্যকোন জায়গায় কারবার চললে তার নাম এবং ঠিকানা; (৪) প্রত্যেক অংশীদারদের পূর্ণ নাম এবং ঠিকানা; (৫) প্রত্যেক অংশীদারদের পুঁজির পরিমাণ এবং কারবারে যোগদানের তারিখ; (৬) প্রতিষ্ঠানের সময় ও মেয়াদ [৫৮ ধারা]।

এই চুক্তিপত্রে অংশীদারগণ সকলে বা তাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর করবে। এবং এই সম্পর্কে নিবন্ধক সন্তুষ্ট হলে এবং নির্ধারিত ফী পেলে ফার্মের নিবন্ধক (Registrar of Firms) নিবন্ধন বইতে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও বিবরণ লিখবেন এবং প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধিত হলো বলে বিবেচিত হবে।

পরবর্তীকালে প্রদত্ত বিবরণীতে কোন পরিবর্তন হলে তা নিবন্ধককে জানাতে হয় এবং সেই অনুযায়ী তিনি নিবন্ধন বইতে লিখে নেন।

নিবন্ধন না করার পরিণাম **(Consequences of non-registration) ঃ** অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক নয় কিন্তু অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কিছু অসুবিধা ভোগ করতে পারে [৬৯ ধারা]।

(ক) অংশীদারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত না হলে কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বা অপর কোন অংশীদারের বিরুদ্ধে চুক্তিজাত বা অংশীদারী আইন দ্বারা কোন অধিকার দাবি করার জন্য আদালতের কাছে মামলা করতে পারবেন না।

(খ) অংশীদারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত না হলে সেই প্রতিষ্ঠান চুক্তিজাত অধিকার দাবির জন্য আদালতে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন না।

(গ) অংশীদারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত না হলে কোন মামলায় ঐ প্রতিষ্ঠান পাল্টা পাওনা (Set off) দাবি করতে পারবেন না। অর্থাৎ মামলায় বাদীপক্ষের থেকে প্রাপ্য টাকার পরিমাণ কমানোর জন্য যে দাবি থাকে তাকে পাল্টা পাওনা বলে।

উপরে বর্ণিত ৬৯ ধারার কিছু ব্যতিক্রম আছে **[Exceptions to the Above Rules]**

(১) অনিবন্ধিত অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধনের জন্য এবং বিলুপ্ত ফার্মের হিসাবের জন্য কোন অংশীদার মামলা দায়ের করে থাকতে পারেন।

(২) বিলুপ্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি থেকে নিজের সম্পত্তির অংশ উদ্ধারের জন্য কোন অংশীদার মামলা দায়ের করতে পারবেন।

(৩) কোন অংশীদার যদি বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করেন তবে অন্যান্য অংশীদার তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন।

(৪) সরকারি স্বত্বনিয়োগী (Official Assignee) [বা দেউলিয়া সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী] এবং আদলত কর্তৃক নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী (Receiver) অনিবন্ধিত অংশদারী প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়া অংশীদারের সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

(৫) ছোট আদালতের অধীন অঞ্চলে অনিবন্ধিত অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে ১০০ টাকা পর্যন্ত দাবির জন্য মামলা দায়ের করতে পারেন।

৫ (ক).৪ অংশীদারের অধিকার ও কর্তব্য

অংশীদারী চুক্তি ও আইনের ভিত্তিতে অংশীদারদের অধিকার নির্ধারিত হয়। অংশীদারী চুক্তিতে কোন বিপরীত শর্ত উল্লেখ না থাকলে অংশীদারী কারবারের অংশীদারগণ এইসকল অধিকার ভোগ করেন।

(১) কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ ঃ

অংশীদারী আইনে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক অংশীদারের কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে। **[১২ (ক) ধারা]**।

(২) নিজস্ব মত প্রকাশের অধিকার ঃ

কারবার সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে প্রত্যেক অংশীদার নিজের মত প্রকাশ করতে পারবেন। এবং সকলে একমত হলে সেই সিদ্ধান্ত বলবং থাকবে। **[১২ (গ) ধারা]**।

(৩) হিসাবপত্র দেখা, পরীক্ষা এবং নকল পাওয়ার অধিকার ঃ

প্রত্যেক অংশীদার কারবারের খাতাপত্র দেখাতে পরীক্ষা করতে এবং তাঁর প্রয়োজনে নকল করার বা কোন প্রতিলিপি (copy) নেওয়ার পূর্ণ অধিকার ভোগ করেন। **[১২ (ঘ) ধারা]**।

(৪) সমান হারে লাভের বণ্টন ঃ

কারবারের অংশীদারগণের সমান হারে লাভ বণ্টনের অধিকার আছে। যদি অংশীদারী চুক্তিপত্রে কোন লাভ বণ্টনের ভাগ অব অনুপাতের উল্লেখ থাকে তবে সেই অনুপাতেই ভাগ করা হবে। **[১৩ (খ) ধারা]**।

(৫) **মূলধনের উপর সুদ পাওয়ার অধিকার ঃ**

কারবারের অংশীদারগণ যে হারে কারবারে মূলধন সরবরাহ করবেন তার জন্য তাঁরা মূলধনের উপরে সুদ পেতে পারেন। তবে সেই সুদের টাকা কেবলমাত্র লাভ থেকেই দিতে হবে। **[১৩ (গ) ধারা]**।

(৬) **মূলধনের অতিরিক্ত অর্থের উপর সুদ পাওয়ার অধিকার ঃ**

কারবারের অংশীদারগণ কারবার গভনের সময় যে অর্থ দিয়ে থাকেন প্রয়োজনে তার বেশি অর্থ কারবারকে দিতে পারেন দাদন বা Advance হিসাবে। যদি কারবারের প্রয়োজনের বেশি অর্থ দিয়ে থাকেন তবে ঐ অতিরিক্ত অর্থের জন্য বার্ষিক ৬% সুদ পাবেন। **[১৩ (ঘ) ধারা]**।

(৭) **ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার ঃ**

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনে বলা হয়েছে যে, কারবার পরিচালনার সময়ে বা আকস্মিক কোন বিপদের সময়ে যদি কোন অংশীদার কোন অর্থ প্রদান করে বা কোন দায় মেটানোর দায়িত্ব নিয়ে থাকে তবে ঐ অংশীদার কারবার থেকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার ভোগ করেন। **[১৩ (ঙ) ধারা]**।

(৮) **সম্পত্তি ব্যবহার করার অধিকার ঃ**

কারবারের সম্পত্তি কেবলমাত্র কারবারের প্রয়োজনে রাখা ও ব্যবহার করা হয়। অংশীদারগণ তাঁদের নিজস্ব কাজে ঐ সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারবেন না।

(৯) **অংশীদারের ব্যক্তি অধিকার ঃ**

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইন অনুযায়ী অংশীদারগণ চুক্তিপত্র অনুসারে প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করার অধিকার পেয়ে থাকেন। **[১৮ ধারা]**।

(১০) **অংশীদারদের অব্যক্ত বা ধারণামূলক অধিকার ঃ**

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইন অনুযায়ী অংশীদারী প্রতিষ্ঠান যে ধরনের কারবার লিপ্ত সেই ধরনের কারবারের প্রচলিত নিয়মকানুন মেনে কোন কাজ করলে প্রতিষ্ঠান ঐ কাজের জন্য আবদ্ধ হবেন। ঐরূপ ক্ষেত্রে প্রতিনিধি হিসাবে অংশীদারের কাজ করার অধিকার বলবৎ হয়। **[১৯ ধারা]**।

(১১) **জরুরি অবস্থায় প্রতিষ্ঠান রক্ষা ঃ**

জরুরি অবস্থার সময় কারবারের স্বার্থরক্ষার জন্য সাধারণ বোধ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন, সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করার অধিকার অংশীদারগণ ভোগ করে থাকেন। **[২১ ধারা]**।

(১২) **নতুন অংশীদার গ্রহণের অধিকার ঃ**

অংশীদারী কারবারে প্রত্যেক অংশীদারের সম্পত্তির ভিত্তিতে অংশীদারী কারবারে নতুন অংশীদার গ্রহণের অধিকার প্রত্যেক অংশীদারের আছে। **[৩১ ধারা]**।

(১৩) অংশীদারের অবসর গ্রহণের অধিকার ঃ

অংশীদারী কারবার থেকে প্রত্যেক অংশীদারের অবসর গ্রহণের অধিকার আছে। **[৩২ ধারা]**।

(১৪) কারবারের বিলোপসাধরেন পর অধিকার ঃ

কারবারের বিলোপসাধন হলে অংশীদারগণ কিছু অধিকার পায়। যেমন : হিসাব গুটিয়ে ফেলার অধিকার, বাকি সম্পত্তির অধিকার, বিলোপসাধনের পরে মুনাফা অর্জনের অধিকার, সেলামী ফেরতের অধিকার।

অংশীদারী কারবারের অংশীদারগণ বিভিন্ন ধরনের কর্তব্য পালন করেন। অংশীদারী চুক্তিতে বিপরীত কোন শর্ত উল্লেখ না থাকলে অংশীদারগণ নিম্নলিখিত কর্তব্য পালন করেন।

(১) ন্যায়সঙ্গত আচরণ এবং বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করার কর্তব্য ঃ

প্রত্যেক অংশীদার নিজেদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবেন এবং একে অপরের কাজের প্রতি বিশ্বাস রাখবেন, সমস্ত সংবাদ পরিবেশন করবেন এবং কারবারের সমস্ত হিসাব দেবেন। **[৯ ধারা]**।

(২) ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকা ঃ

কারবার পরিচালনার সময়ে যদি কোন অংশীদার কোন প্রতারণামূলক কাজ করেন বা তাঁর কাজের জন্য প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তিনি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাদ্য থাকবেন। **[১০ ধারা]**।

(৩) নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করা ঃ

কারবার পরিচালনার প্রত্যেক অংশীদার তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন। **[১২ (খ) ধারা]**।

(৪) পারিশ্রমিক দাবি না করা ঃ

কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণের জন্য কোন অংশীদার পারিশ্রমিক দাবি করতে পারবেন না। **[১০ (ক) ধারা]**।

(৫) লোকসানের সমান ভাগ ঃ

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানে যদি ক্ষতি হয় তাহলে অংশীদার সমান ভাগে ক্ষতিপূরণ দেবেন। **[১৩ (খ) ধারা]**।

(৬) ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য ক্ষতিপূরণ ঃ

কোন অংশীদারের ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য যদি কারবারের ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে তিনি ঐ ক্ষতি বহন করতে বাধ্য থাকবেন। **[১৩ (চ) ধারা]**।

(৭) ব্যক্তিগত মুনাফা ফিরিয়ে দেওয়া ঃ

কোন অংশীদার যদি কারবারের লেনদেন থেকে বা উহার নাম বা সম্পত্তি ব্যবহার করে যদি কোন মুনাফা অর্জন করেন তবে তিনি তার হিসাব দাখিল করবেন এবং ঐ মুনাফা প্রতিষ্ঠানকে অর্পণ করবেন। **[১৬ (ক) ধারা]**।

(৮) **প্রতিযোগিতামূলক কারবারের লাভ ফিরিয়ে দেওয়া ঃ**

যদি কোন অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ বা প্রতিযোগী কোন কারবার থেকে ব্যক্তিগত গোপন লাভ অর্জন করেন। তবে ঐ অংশীদার তার হিসাব দাখিল করবেন এবং ঐ গোপন লাভ প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দেবেন। **[১৬ (খ) ধারা]**।

(৯) **কারবারের সম্পত্তির ব্যবহার ঃ**

অংশীদারী চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারগণ শুধু ।ফার্মের কাজেই কারবারের সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারবেন। **[১৫ ধারা]**।

(১০) **অসীম দায় বহন ঃ**

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন কারবারের সকল কাজের জন্য সমস্ত অংশীদারগণ অসীম দায় বহন করবেন। **[২৫ ধারা]**।

৫ (ক).৫ অংশীদারের সম্পর্ক

৫ (ক). ৫.১ অংশীদারদের পারস্পরিক সম্পর্ক

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনের ১৩ ধারায় অংশীদারগণের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে বলা আছে। তবে, এই সমস্ত আইন সবক্ষেত্রেই সমান ভাবে ব্যবহার করা যায় না। অংশীদারগণ ইচ্ছা করলে চুক্তির দ্বারা এর পরিবর্তন করতে পারেন। অংশীদারদের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য নীচে আলোচনা করা হল :

(ক) অংশীদারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য ফার্মের কোন অংশীদার কোন পারিশ্রমিক দাবি করতে পারবেন না। **[১৩ (ক) ধারা]**।

(খ) ফার্মের সমস্ত অংশীদার লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ সমান অনুপাতে বহন করবেন। **[১৩ (খ) ধারা]**।

(গ) অংশীদারগণ কারবারে যে মূলধন সরবরাহ করেছেন তার উপরে সুদ পাওয়ার যোগ্য এবং মূলধনের উপর সুদ কেবলমাত্র ফার্মের অর্জিত লাভের উপরেই দিতে হবে। **[১৩ (গ) ধারা]**।

(ঘ) অংশীদারগণ কারবারে মূলধনের অতিরিক্ত অর্থ দাদন হিসাবে প্রদান করলে সেই অতিরিক্ত অর্থের উপরে বার্ষিক ৬% হারে সুদ পাওয়ার যোগ্য। **[১৩ (খ) ধারা]**।

(ঙ) কারবার পরিচালনার সময়ে যদি কারবারের কোন বিপদ উপস্থিত হয় এবং কোন অংশীদার যদি কোন ব্যয় করেন বা দায় স্বীকার করেন, তবে ঐ অংশীদার কারবার থেকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবেন।

(চ) কোন অংশীদারের ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য যদি কারবারের কোন ক্ষতি হয়, তবে ঐ অংশীদারকে ক্ষতির ভার বহন করতে হবে। অর্থাৎ তিনি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

৫ (ক).৫.২ তৃতীয়পক্ষের সঙ্গে অংশীদারগণের সম্পর্ক

প্রতিনিধিত্ব ঃ ১৯৩২ সালের অংশীদারী আইন অনুসারে একজন অংশীদার হলেন প্রতিষ্ঠানের এবং অন্যান্য অংশীদারের প্রতিনিধি। সুতরাং বলা যায়, প্রত্যেক অংশীদার অপর সকল অংশীদারের প্রধান এবং অপর সকলের প্রতিনিধি। অংশীদারগণ তাঁদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য অনুযায়ী ফার্মের কাছে আবদ্ধ থাকেন। এই কারণের জন্য অংশীদারী আইনকে প্রতিনিধিত্ব আইনের শাখা বলে। ব্যবসায়ের সাধারণ কাজকর্মের মাধ্যমে কোন অংশীদার কোন কাজ করলে বা কোন লেনদেন করলে, তিনি অংশীদারী প্রতিষ্ঠানকে এবং অন্যান্য অংশীদারকে তৃতীয়পক্ষের নিকট দায়বদ্ধ করবেন। এইভাবে দায়বদ্ধ করতে হলে নিম্নলিখিত শর্তগুলো থাকা প্রয়োজন :

(১) লেনদেনটি ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যকলাপের মধ্যেই থাকতে হবে। একটি উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন, যেমন—'ক' ও 'খ' চিনির অংশীদারী ব্যবসায়ী। 'খ' চাল কেনার জন্য তৃতীয়পক্ষের সঙ্গে চুক্তি করলেন। এরজন্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বা 'ক' দায়ী হবেন না। কারণ চিনি ব্যবসায়ের সঙ্গে চালের ব্যবসার কোন সম্পর্ক নেই।

(২) লেনদেনটি ব্যবসায় পরিচালনায় স্বাভাবিক রীতির মধ্যেই হওয়া প্রয়োজন।

(৩) লেনদেনটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নামে হওয়া প্রয়োজন। অথবা অংশীদার এমন ভাবে চুক্তি করবেন যাতে প্রতিষ্ঠানকে শর্তদ্বারা আবদ্ধ করার অভিপ্রায় বোঝা যায়। [১৫ ধারা]।

(৪) লেনদেনটি হওয়ার সময়ে অংশীদার যেন তার ক্ষমতার (দায়িত্ব ও কর্তব্য) মধ্যেই থাকেন।

৫ (ক).৫.৩ অংশীদারের নিকট বিজ্ঞপ্তি

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের কোন অংশীদারকে যদি কোন বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়, তবে ঐ বিজ্ঞপ্তি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু কোন অংশীদার যদি নিজে বা তাঁর সহায়তায় প্রতারণার উদ্দেশ্য নিয়ে কোন বিজ্ঞপ্তি জাতি করেন এবং তার যদি উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় তবে ঐ বিজ্ঞপ্তি প্রতিষ্ঠানকে আবদ্ধ করবে না। **[২৪ ধারা]**।

৫ (ক).৫.৪ অংশীদার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান

ব্যবসায়ের সাধারণ কাজকর্ম চলার সময়ে ফার্মের অংশীদার যদি প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে কোন স্বীকৃতি অথবা কোন বিবৃতি প্রদান করেন, তবে একে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলবে। **[২৩ ধারা]**।

৫ (ক).৫.৫ ব্যক্ত বা অনুক্ত ক্ষমতা

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করার জন্য অংশীদারের ক্ষমতাকে দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা—ব্যক্ত ক্ষমতা এবং অনুক্ত ক্ষমতা। যে ক্ষেত্রে চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারদের ক্ষমতা দেওয়া হয় তাকে ব্যক্ত ক্ষমতা বলে। খুব স্বাভাবিক ভাবে ঐ ব্যক্ত ক্ষমতায় বলে ফার্মের অংশীদার কোন কাজ করলে ফার্ম এবং অন্যান্য অংশীদারগণ তৃতীয়পক্ষের নিকট দায়ী থাকেন।

যে ক্ষেত্রে অংশীদারী আইনের দরুন অংশীদারগণের কোন ক্ষমতার সৃষ্টি হয় তাকে অনুক্ত ক্ষমতা বলে। ১৩ (৬) এবং ২২ ধারা অনুসারে বলা যায়, কারবার যে ব্যবসায় রয়েছে সেই ব্যবসায় অংশীদার স্বাভাবিক ভাবে যে কাজ করে থাকেন প্রতিষ্ঠান তারজন্য দায়বদ্ধ হয়। এইভাবে অংশীদার যে ক্ষমতা লাভ করেন তাকে অনুক্ত ক্ষমতা বলে।

৫ (ক).৫.৬ অংশীদারের কাজের জন্য প্রতিষ্ঠানের দায়

ফার্মের কোন অংশীদার সাধারণভাবে ব্যবসা পরিচালনা কালে অন্যায়ভাবে কোন কাজ করলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল করলে যারজন্য তৃতীয়পক্ষের কোন ক্ষতি হলে বা দণ্ড হলে তার জন্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠান দায়ী থাকেন। [২৬ ধারা]।

যদি কোন অংশীদার ফার্মের সাধারণ ক্ষমতাবলে তৃতীয়পক্ষের থেকে যদি কোন সম্পত্তি গ্রহণ করেন এবং তা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেন, তবে প্রতিষ্ঠান ঐ অর্থ বা সম্পত্তির জন্য দায়ী হবেন। [২৭ ধারা]।

উদাহরণ ঃ (১) একটি অংশীদারী জুতো তৈরির প্রতিষ্ঠানের এক অংশীদার 'ক' নামক ফার্মের থেকে ধারা কিছু চামড়া ক্রয় করেন। এইক্ষেত্রে ঐ ফার্ম চামড়ার দাম মেটাতে বাধ্য থাকবে।

(২) 'ক' নামক একটি অংশীদারী জুতো তৈরির ফার্মের অংশীদার অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের থেকে চিনির বস্তা ক্রয় করেন। অন্যান্য অংশীদারদের যদি কোনরূপ সম্মতি না থাকে তাহলে ঐ চিনির দামের জন্য ফার্ম দায়ী হবে না। কারণ চিনি কেনাটা জুতো তৈরি ফার্মের সঙ্গে জড়িত নয়।

৫ (ক).৫.৭ প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য অংশীদারের দায়

ফার্মের প্রত্যেক অংশীদার প্রতিষ্ঠানের সকল কাজের জন্য অন্যান্য অংশীদারগণের সঙ্গে যৌথভাবে এবং পৃথক পৃথক ভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন। সুতরাং, বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য অংশীদারদের দায় সীমাহীন। তৃতীয়পক্ষ, ইচ্ছা করলে তাঁর প্রাপ্য অর্থ যেকোন একজন অংশীদারের থেকে আদায় করতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্য সেই অংশীদার তার দেয় অর্থ বাদে বাকি অংশ আনুপাতিক হারে অন্যান্য অংশীদারদের থেকে আদায় করতে পারেন অথবা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী হারেও আদায় করতে পারেন।

নিষ্ক্রিয় অংশীদার বা সুপ্ত অংশীদার (যে অংশীদার সরাসরিভাবে কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন না।) বা কার্যকর অংশীদার সকলের পক্ষ থেকেই তৃতীয়পক্ষের কাছে দায়ী থাকবেন। সুতরাং সুপ্ত অংশীদারও প্রতিষ্ঠানের সমস্ত রকম কাজের জন্য সমান ভাবে এবং সীমাহীন ভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন।

৫ (ক).৬ সারাংশ

এই একক পাঠ করে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারলাম ঃ

- অংশীদারী কারবারের ধারণা;

- অংশীদারী কারবারের প্রকারভেদ;
- অংশীদারী কারবারে নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা;
- অংশীদারদের অধিকার ও কর্তব্য;
- অংশীদারদের পারস্পরিক সম্পক; এবং
- তৃতীয়পক্ষের সঙ্গে অংশীদারদের সম্পর্ক।

৫ (ক).৭ অনশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

(১) অংশীদারীর সংজ্ঞা কী?

(২) অংশীদারী কারবার কত প্রকার ও কী কী?

(৩) অংশীদারী চুক্তিপত্র কী?

(৪) ঐচ্ছিতক অংশীদারী বলতে কী বোঝেন?

(খ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন

(১) অংশীদারগণের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করুন।

(২) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন কী বাধ্যতামূলক? এই নিবন্ধন না হলে তার পরিণাম বর্ণনা করুন।

(৩) অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদারদের অধিকার ও কর্তব্য আলোচনা করুন।

(৪) অংশীদারগণের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করুন।

(৫) ফার্মের অংশীদারদের সঙ্গে তৃতীয়পক্ষের সম্পর্ক কিরূপ বর্ণনা করুন।

৫ (ক).৮ গ্রন্থপঞ্জী

১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ - কলকাতা-২০০১

২) Business Law–R. S. N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ৫ (খ) ❑ অংশীদারী আইন, ১৯৩২—পুনর্গঠন ও সমাপ্তি

গঠন

৫ (খ).০ উদ্দেশ্য
৫ (খ).১ প্রস্তাবনা
৫ (খ).২ অংশীদারী প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন
৫ (খ).৩ অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সমাপ্তি বা বিলোপসাধন
৫ (খ).৩.১ প্রতিষ্ঠান সমাপ্তির কারণ
৫ (খ).৩.২ প্রতিষ্ঠান সমাপ্তির পরে হিসাবের নিষ্পত্তির পদ্ধতি
৫ (খ).৪ নাবালক অংশীদারী
৫ (খ).৪.১ অধিকার
৫ (খ).৪.২ দায়
৫ (খ).৫ সারাংশ
৫ (খ).৬ অনুশীলনী
৫ (খ).৭ গ্রন্থপঞ্জী

৫ (খ).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পরে আপনি বুঝতে পারবেন—

- অংশীদারী কারবার পুনর্গঠনের সম্ভাবনা;
- অংশীদারী কারবারের সমাপ্তির কারণ;
- অংশীদারী কারবার সমাপ্তির পরে কীভাবে হিসাবের শেষ হয়;
- নাবালক অংশীদারের কারবারে স্থান এবং তার দায় ও কর্তব্য।

৫ (খ).১ প্রস্তাবনা

অংশীদারী কারবার কিছুদিন বা দীর্ঘদিন চালানোর পরে পুনর্গঠিত হতে পারে। অংশীদারগণ কারবারের স্বার্থে ফার্মের পুনর্গঠন করতে পারেন। যদি কোন অংশীদার কারবারে যোগদান করে, যদি কোন অংশীদার কারবার ছেড়ে চলে যায়, বা কোন অংশীদারের মৃত্যু হয়, তাহলে কারবার পুনর্গঠন করা হয়। সেক্ষেত্রে সাধারণত কারবারের সম্পত্তি ও দায়ের পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। কিন্তু পুনর্গঠনের ফলে ফার্মের সত্বা ভঙ্গ হয় না।

এছাড়া কিছু নির্দিষ্ট কারণ হেতু ফার্মের বিলোপসাধন করা হয়। সেক্ষেত্রে একজন বা দুজন অংশীদার কারবার বিলোপ করতে পারে না। সকল অংশীদার এক হয়ে নিজেদের মধ্যে সম্মত হলে তবেই

কারবারের বিলোপসাধন করা হয়। এবং বিলোপসাধনের পরে ফার্মের সম্পত্তি ও দায় অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন হয়। বিলোপসাধনের ফলে ব্যবসায়ের সত্বার আর কোন অস্তিত্ব থাকে না।

৫ (খ).২ অংশীদারী প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন

মূল অংশীদারী প্রতিষ্ঠানকে বজায় রেখে কেবলমাত্র অংশীদারী বিভিন্নভাবে পুনর্গঠিত হতে পারে। কোন নতুন অংশীদার গ্রহণ, কোন অংশীদারের মৃত্যু, অবসর গ্রহণ প্রভৃতি কারণে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের গঠন পরিবর্তিত হতে পারে। এইক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হবে না, ব্যবসায় ঠিক মতো চলবে, শুধুমাত্র অংশীদারদের মধ্যে অধিকার ও দায় পুনর্গঠিত হবে। সাধারণত নিম্নলিখিতভাবে অংশীদারী কারবারের পুনর্গঠন হতে পারে ঃ

(ক) নতুন অংশীদার গ্রহণ (Introduction of a New Partner) ঃ

অংশীদারদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে এবং সকল অংশীদারগণের সম্মতি নিয়ে কারবারে নতুন অংশীদার গ্রহণ করা যায়। নতুন অংশীদার গ্রহণের সময়ে তাঁর মূলধন এবং লাভের অনুপাত ঠিক করে নিতে হয়। অংশীদারীতে যোগদানের পরে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কাজের জন্য নতুন অংশীদার দায়বদ্ধ হবেন। কিন্তু যোগদানের আগে কোন কাজের জন্য তিনি দায়ী হবেন না। **[৩১ ধারা]**।

(খ) অংশীদারের অবসর গ্রহণ (Retirement of a Partner) ঃ

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনে বলা হয়েছে যে একজন অংশীদার তিনভাবে অবসর গ্রহণ করতে পারেন (১) অন্যান্য অংশীদারের সম্পত্তি নিয়ে, (২) অংশীদারী চুক্তিতে কিছু উল্লেখ থাকলে এবং তা পালন করে, (৩) ইচ্ছাধীন অংশীদারীর ক্ষেত্রে সকল অংশীদারকে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা লোক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে (Public Notice)।

কোন অংশীদারের অবসর নেওয়ার আগে প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত কাজ করেন তার জন্য বিদায়ী অংশীদার, অবসর গ্রহণের লোক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে না দেওয়া পর্যন্ত তৃতীয় পক্ষের কাছে দায়ী থাকবেন। বিদায়ী অংশীদার বা পুনর্গঠিত অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের যেকোন অংশীদার এই লোক বিজ্ঞপ্তি দিতে পারেন। তবে লোক বিজ্ঞপ্তি (Public Notice) প্রদান করার পরে বিদায়ী অংশীদারকে কোনমতেই প্রতিষ্ঠানের কোন কাজের জন্য দায়ী করা যায় না। তবে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে, তৃতীয় পক্ষ এবং পুনর্গঠিত প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের সম্মতি থাকলে, বিদায়ী অংশীদার, অংশীদার থাকাকালীন প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত কাজ করেছিল, তার দায় থেকে ছাড় পাবেন। **[৩২ ধারা]**।

(গ) অংশীদার বিতাড়ন (Expulsion of Partner) ঃ

অংশীদারগণের অধিকাংশ একমত হলেই কোন অংশীদরকে বিতাড়ন করা যায় না। **[৩৩ ধারা]** **[Green V. Howell (1910)** কোন অংশীদার বিতাড়ন করতে গেলে নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ হওয়া প্রয়োজন ঃ

১) অংশীদারী চুক্তিপত্রে বিতাড়নের বিধান এবং তার শর্তাবলীর উল্লেখ থাকলে এবং ঐ শর্ত পূর্ণ হলে;

২) অংশীদারকে বিতাড়ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত সরল বিশ্বাসে অধিকাংশ অংশীদাব থেকে প্রয়োগ করা হলে;

৩) বিতাড়িত অংশীদারকে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি জানালে এবং অভিযোগের উত্তরদানের সুযোগ দেওয়া হলে;

[Carmichael V. Evans (1940)]

অংশীদারী চুক্তিনামায় কোন অংশীদারের বিতাড়ন সম্পর্কে কোন বিধান না থাকলেও সমস্ত অংশীদার একমত হয়ে যেকোন অংশীদারকে বিতাড়ন করতে পারেন। কিন্তু সকলের গৃহীত সিদ্ধান্তই যথেষ্ট নয়।

(ঘ) অংশীদারের দেউলিয়া অবস্থা (Insolvency of a Partner) ঃ

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনের **৩৪ ধারায়** বলা হয়েছে যে, আদালত দ্বারা দেউলিয়া ঘোষিত হলে সেই ঘোষণার তারিখ হতে তার অংশীদারীত্বের অবসান হবে। কিন্তু তার জন্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধন হবে কিনা তা অংশীদারী চুক্তিপত্রের উপর নির্ভর করবে। যদি অংশীদারী চুক্তিপত্রে এইরূপ শর্ত থাকে যে, একজন অংশীদারের দেউলিয়া হলে অংশীদারী ভঙ্গ হবে না, তাহলে আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে সেই তারিখ থেকে দেউলিয়া অংশীদারের কোন সম্পত্তি প্রতিষ্ঠানের কোন কাজের জন্য দায়বদ্ধ হবে না। এবং প্রতিষ্ঠানও কোনভাবে ঐ দেউলিয়া অংশীদারীর জন্য দায়বদ্ধ হবে না। কোন প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়া হওয়ার দরুন যদি প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধন হয়, তাহলে বিলোপসাধনের পদ্ধতি অনুসারে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রিয় করে এবং পাওনা টাকা আদায় করে প্রতিষ্ঠানের দেনা শোধ করতে হবে। দোন মিটিয়ে যদি কিছু অতিরিক্ত অর্থ থাকে এবং তাতে দেউলিয়া অংশীদারদের কিছু প্রাপ্য থাকলে সেই অর্ত তার স্বত্বনিয়োগী (Assignee) বা আদালত কর্তৃক সরকারী ব্যবস্থাপকের (Official Receiver) নিকট জমা দিতে হয়। কোন অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পরে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে কারবারের কোন কাজের জন্য দায়বদ্ধ করা যায় না। আবার, ঐ অংশীদারের কোন কাজের জন্য কারবারকেও দায়বদ্ধ করা যায় না।

(ঙ) অংশীদারের মৃত্যু (Death of a Partner) ঃ

অংশীদারী চুক্তিপত্রের বিপরীত কোন শর্ত উল্লেখ না থাকলে অংশীদারের মৃত্যু হলে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধন হয়। কিন্তু যদি অংশীদারী চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকে যে, অংশীদারের মৃত্যু হলে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হবে না, তাহলে কারবার চলতে থাকবে। সেই ক্ষেত্রে অংশীদারের মৃত্যুর পরে প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য মৃত অংশীদারের সম্পত্তি কোনভাবে দায়বদ্ধ হবে না। **[৩৫ ধারা]**।

(চ) অংশীদারের স্বত্ব হস্তান্তর (Transfer of Partner Interest) ঃ

অংশীদারী কারবারের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কোন ব্যক্তিকে কোন একজন অংশীদার তার অংশের আংশিক বা পুরো হস্তান্তর করতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে আদালত তৃতীয় পক্ষের নিকট দেনার জন্যও অংশীদার তার স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারেন। কিন্তু এইরূপ হস্তান্তরের ফলে হস্তান্তরগ্রহীতাকে (Transferee) কারবারটির অংশীদার বলে গণ্য করা হবে না। অংহীদারী কারবারের উপরে তার কয়েকটি সীমাবদ্ধ অধিকার বর্তায় ঃ

১) তিনি শুধুমাত্র হস্তান্তরকারী অংশীদারের অংশ অনুপাতে লাভের ভাগ পাবেন। কিন্তু অন্য অংশীদারের মুনাফার হিসাবে কোন দাবি করতে বা অন্য অংশীদার মুনাফার যে হিসাব দেবেন তাই মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন।

২) তিনি প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অংশ নিতে পারবেন না এবং কারবারের কোন হিসাবপত্র দেখতে বা চাইতে পারবেন না।

৩) অংশীদারী প্রতিষ্ঠান যদি ভেঙ্গে যায় এবং হস্তান্তরগ্রহীতা যদি আর প্রতিষ্ঠানের অংশীদার না থাকেন তবে হস্তান্তরকারীর যে অংশ ছিল তিনিও ঐ অংশের অধিকারী হবেন। পরবর্তী সময়ে তার হিসাব নির্ধারণের জন্য তিনি অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের অবসানের তারিখ হতে অংশীদারীর সম্পত্তির হিসাব দাবি করার অধিকারী হবেন। **[২৯ ধারা]**।

যেক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী তার অংশের আংশিক হস্তান্তর করেন, সেক্ষেত্রে হস্তান্তরগ্রহীতাকে প্রতিষ্ঠানের উপঅংশীদার বলে (Sub-Partner)। অংশীদারী কারবারে উপঅংশীদারের অধিকার হস্তান্তরগ্রহীতার অধিকারের মতোই হবে।

৫ (খ).৩ অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সমাপ্তি বা বিলোপসাধন

একটি অংশীদারী প্রতিষ্ঠানে অংশীদারদের মধ্যে অংশীদারী সম্পর্কের বিলোপ হওয়াকে প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধন বলে **[ধারা ৩৯]**। শুধুমাত্র একজন অংশীদার অন্য একজন অংশীদারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে কারবারের বিলোপসাধন নাও হতে পারে; কারণ অপর অংশীদার কারবার চালিয়ে যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে কারবার পুনর্গঠন বলে।

৫ (খ).৩.১ প্রতিষ্ঠানে সমাপ্তির কারণ

নিম্নলিখিত যেকোন একটি কারণে অংশীদারী কারবারের বিলোপসাধন হতে পারে ঃ

(ক) সকল অংশীদার সম্মতিক্রমে বা অংশীদারদের মধ্যে চুক্তি অনুসারে অংশীদারী কারবারের বিলোসাধন ঘটতে পারে। **[৪০ ধারা]**।

(খ) যদি সকল অংশীদার অথবা একজন ভিন্ন অন্য সকল অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হলে অথবা এমন কোন ঘটনার দ্বারা প্রতিষ্ঠান যদি অবৈধ হয়ে যায় তাহলে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রতিষ্ঠান বন্ধ হবে।

(গ) **কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ঘটলে *অংশীদারী চুক্তিপত্রের মাধ্যমে কারবারের বিলোপসাধন হবে*ঃ**

(১) অংশীদারী কারবার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থাপন করা হলে এবং ঐ সময় অতিবাহিত হলে;

(২) কারবারটি এক বা একাধিক কারবারের জন্য স্থাপিত হলে, ঐ কাজ সম্পাদনের পরে;

(৩) কোন অংশীদারের মৃত্যু হলে;

(৪) কোন অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হলে;

অবশ্য অংশীদারগণ যদি চুক্তিতে এই শর্ত রাখেন যে, উপরের কোন কারণের জন্য কারবার বিলোপসাধন হবে না, তাহলে চুক্তি বৈধ এবং কার্যকর হবে।

(ঘ) **আদালতের নির্দেশে বিলোপসাধন ঃ** — কোন অংশীদার আদালতে আবেদন করলে নিম্নের কোন একটি কারণে (Court) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধনের আদেশ দেন ঃ

১) কোন অংশীদারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে;

২) কোন অংশীদার তাঁর কর্তব্য পালনে চিরতরে অক্ষম হলে।

যেমন ঃ দুরারোগ্য কোন ব্যধিতে আক্রান্ত হলে তিনি যদি অক্ষম হয়ে পড়েন। [Whitwill V. Arthur (1865)] মালমায় একজন অংশীদার পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রমাণ হয় যে, অংশীদারের আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং আদালতের নির্দেশে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৩) কোন অংশীদারের অসদাচরণের জন্য যদি ব্যবসায়ের উপর প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি হয়, তবে অন্য কোন অংশীদারের আবেদনের ভিত্তিতে আদালত অপ্রতিষ্ঠান ভঙ্গের আদেশ দিতে পারেন। (তবে আদালত এক্ষেত্রে বিচার করবেন তাঁর ব্যবহারের জন্য কারবারে প্রকৃতই ক্ষতি হচ্ছে কিনা)।

উদাহরণ ঃ একটি সলিসিটর প্রতিষ্ঠানের একজন অংশীদার বিনা টিকিটে রেল ভ্রম করার জন্য অভিযুক্ত হন। আদালতের রায় অনুসারে ধরা হয়, যেহেতু, প্রবঞ্চনার জন্য সেই অংশীদারকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, সুতরাং এটা সলিসিটর কারবারের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং অংশীদারী প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের আবেদন মঞ্জুর হয়। [Carmichael V. Evans (1940)]

৪) আবেদনকারী ছাড়া অন্য কোন অংশীদার দ্বারা ইচ্ছাকৃত ভাবে কারবার পরিচালনা সম্পর্কে চুক্তিভঙ্গ করলে অথবা এইরকম আচরণ করলে যার দ্বারা অন্যান্য অংশীদারের পক্ষে তাঁর সঙ্গে অংশীদারী ব্যবসায় চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে।
[Bhagawan Ram Kairi V. Radhika Ranjan Das (1953)]

৫) আবেদনকারী অংশীদার ছাড়া অন্য কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানে তাঁর সম্পূর্ণ স্বত্ব তৃতীয় পক্ষের কাছে হস্তান্তরিত করলে অথবা তাঁর এইরূপ স্বত্ব কোন ডিক্রীর নিষ্পাদনে (in execution of a decree) বিক্রি হয়ে গেলে।

৬) লোকসান ব্যতীত অংশীদারী ব্যবসায় চালানো অসম্ভব বলে মনে করলে। লাভ করার জন্য অংশীদারী কারবার গঠন করা হয়। সুতরাং আদালত যদি মনে করেন যে, ক্ষতি স্বীকার না করে কারবার চালানো অসম্ভব, তাহলে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের আবেদন মঞ্জুর করা হবে।

৭) অন্য কোন কারণে অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত করা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত এবং সুবিচারমূলক বলে যদি আদালত মনে করেন (যেমন, পরিচালনায় অচলাবস্থা, অংশীদারদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ, ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য লোপ ইত্যাদি) তবে আদালত কারবার বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারেন।

৫ (খ).৩.২ প্রতিষ্ঠান সমাপ্তির পরে হিসাবের নিষ্পত্তির পদ্ধতি

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধনের পরে ফার্মের হিসাব নিকাশ কীভাবে করা হবে এই সম্পর্কে অংশীদারী চুক্তিতে লিপিবদ্ধ করা থাকে। কিন্তু যদি অংশীদারী চুক্তিতে এই সম্পর্কে কিছু বলা না থাকে তাহলে অংশীদারী আইনের ৪৮ এবং ৪৯ ধারা অনুসারে হিসাবের নিষ্পত্তি হবে। নিম্নলিখিত আইন অনুসারে হিসাবের ভাগাভাগি হবে ঃ

১) যাবতীয় লোকসান প্রথমে লাভ থেকে, পরে তাদের মূলধন থেকে তাতে না হলে, অংশীদারগণ তাদের মুনাফাভোগের অনুপাতে অবশ্যই লোকসান পুরণ করবেন। এক্ষেত্রে মুলধনের ঘাটতি লোকসান হিসাবে গণ্য হবে। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত মামলায় সিদ্ধান্ত হয় যে, কোন অংশীদার দেউলিয়া হলে, ঐ অংশীদারের থেকে প্রাপ্য অর্থের দরুন লোকসান সচ্ছল অংশীদার (Solvent Partner) তাদের মূলধনের অনুপাতে বহন করবে। **[৪৮ (ক) ধারা]**।

[Garner V. Murray (1904)]

২) ঐ লোকসান পূরণের জন্য অংশীদারদের দ্বারা দেয় অর্থ নিম্নলিখিত ভাবে এবং ক্রমানুসারে প্রয়োগ করা হবে ঃ **[৪৮ (খ) ধারা]**।

ক) তৃতীয়পক্ষের কাছে প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধের জন্য;

খ) অংশীদারগণ পুঁজির অর্থ ছাড়া অগ্রিম বাবদ (Advance) যে অর্থ দিয়েছেন, তা আনুপাতিক হারে পরিশোধের জন্য;

গ) অংশীদারগণমূলধন বাবদ যে অর্থ দিয়েছেন, তা আনুপাতিক হারে পরিশোধের জন্য;

ঘ) এই সমস্ত পরিশোধের পরে যদি কোন উদ্বৃত অর্থ থাকে, তবে তা অংশীদারদের মধ্যে লাভের অংশের অনুপাতে বণ্টন করা হবে।

৩) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের দেনা অর্থাৎ অংশীদারদের যৌথ দেনা থাকতে পারে আবার অংশীদারদের নিজস্ব দেনাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি দিয়ে প্রথমে যৌথ দেন বা প্রতিষ্ঠানের দেনা মেটাতে হবে এবং তারপর উদ্বৃত থাকলে অংশীদারদের নিজস্ব দেনা মেটাতে হবে। একইভাবে অংশীদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি দিয়ে প্রথমে ব্যক্তিগত দেনা ও পরে প্রতিষ্ঠানের দেনা শোধ করতে হবে। **[৪৯ ধারা]**।

৪) অংশীদারী কারবারের বিলোপসাধনের পরে কারবারের সুনাম (Goodwill) অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে যোগ করে অথবা আলাদাভাবে অন্য প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করা যায়। সুনামের ক্রেতা নিজেকে পুরাতন কারবারের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচিত করতে পারবেন এবং পুরাতন কারবার ব্যবহার করার অধিকার শুধু তারই থাকবে। কিন্তু পুরাতন কারবারের কোন অংশীদার যদি কারবারের সুনাম ক্রয় করেন তার জন্য তিনি কারবার

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.